প্রেমারার হাটহদ্দ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন

প্রণীত।

" গাম. গ্রাবু. নির্দ্ধি. নক্ল, পাশাশ্চ শতরঞ্চকং।
জুয়াড়িস্য দশনামায় লেখিনাং প্রেমারা গীতং॥"

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭০ সাল।

ভূমিকা।

প্রেমারা খেলা অত্র বঙ্গদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, ও অধুনাতন অত্র মহানগরীতে এই খেলার এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে ইহাদ্বারা কত শত জনের সর্ব্বনাশ ও প্রাণত্যাগও হইয়াছে। এ খেলা এতদ্দেশীয় নহে, ফান্স রাজ্য হইতে কোন ব্যক্তি এখানে প্রচলিত করিয়াছেন এবং ইহার প্রচলিতাবস্থায় কেবল বৃদ্ধ ও স্বাধীন লোকেরা আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করিবার নিমিত্ত এই খেলা খেলিতেন। পূর্ব্বকালে দ্যূতক্রীড়া রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ও তাহাদ্বারা যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টোৎপত্তি হইয়াছে তাহা মহাভারতান্তর্গত কুরু পাণ্ডবদিগের ইতিহাস পাঠে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। প্রেমারা খেলা এই কতিপয় বৎসর বঙ্গদেশে আসিয়া যে কতদূর অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছে তাহা আমার বর্ণনা সাপেক্ষ নহে, পাঠক মাত্রেই তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন, ও এক্ষণে ইহার কোন প্রতীকার না হইলে কালেতে ইহাদ্বারা এই বঙ্গরাজ্যের যে কত মহান্ অনিষ্টোৎপাদন হইবে তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রেমারা খেলার এক অপরূপ গুণ আছে, যে ইত্যাসক্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। আমি কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে দক্ষিণ বাঙ্গালা নিবাসী কোন২ মহাত্মা প্রেমারা খেলায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে আপন২ পরিবার পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এবং কত শত জন আপনাপন জমীদারীর মৌজা বিক্রয় করতঃ খেলা পরিচালনা করিতেন, এবং অবশেষে সর্ব্বস্ব হারাইয়া মনের ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

পাঠকগণ ! আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে যাহা পাঠ করিবেন সে সকলেরই উপাখ্যান ভাগ যথার্থ, অতি অল্পাংশই আমার কল্পিত। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রযুক্ত আমি সবিশেষ রূপে প্রেমারার বিষয় লিখিতে পারিলাম না, যাহা লিখিয়াছি আপনাদিগের মনোনীত হইলেই চরিতার্থ হইব। আমি কবি নহি, অতএব এই পুস্তক প্রচারে আমার কবিত্ব শক্তি প্রচার করা উদ্দেশ্য নহে ; যাহা কিছু কবিতা ইহার মধ্যে আছে সে সকলই অতি সামান্য, কেবল আপনাদিগের সুশ্রাব্য জন্য এই প্রকারে লিখিয়াছি বিশেষতঃ এই সকল বিষয় ঐ প্রকারে না লিখিলে কখনই সাধারণের মনোনীত হয় না।

কলিকাতা,
সন ১২৭০ শাল।

শ্রী ক্ষেত্রমোহন সেন।

প্রেমারার হাটহদ্দ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল কাওয়ালি।

এসোরে আজ প্রেমারা খেলি চার জনে।
বিরলে গোপনে,—
তে হাতিতে দেনে কাগজ খেলবো আনন্দ মনে।।
সাত্তা একুশ, ছক্কা আঠার, পাঞ্জা পোনের, চৌক চোদ্দ,
টেক্কা যোল, তিরি তেরো, দুরি বারো,
গোলাম বিবি হের দশ, এগুলো ফিগ্‌রু গোণে।।
তেরেস্তা কোরেস্তা, হাতে হোলে ওঁ দোশ;
কাতুরে প্রেমারা, মাছেতে মারে ফুক্কশ;
হলে ত্রেশ মনে ত্রাস সদা করে গুর্‌ গুর্‌;
দিব তাড়া মাথা নাড়া, যা আছে কালীর মনে।।

শুন শুন শুন সবে, প্রেমারার গুণ তবে,
কহি আমি করি বিবরণ।
প্রথমেতে চারি জন, সবে আনন্দিত মন,
সঙ্গে লয়ে কিছু কিছু ধন॥
চারি দিকে চারি জন বসিল তখন॥
কেহ বলে আন তাশ, জিতিবারে বড় আশ,
দেখি আজ কি আছে কপালে।

কেহ বা করিছে গান, কেহ বলে আন পান,
প্রাণ যায় পান নাহি খেলে ॥
তামাক্ দেরে কেহ বলে, কেহ হেসে পড়ে ঢলে,
কেহ বা বলয়ে হাঃ সাবাশ্।
মুখে কার বাজে ঢোল, ধাধা কিটি কিটি বোল,
এই রূপে আনন্দ প্রকাশ ॥
যাহার সঙ্গতি যত, অর্থ লইল সেই মত,
দূর করে মনের বিলাপ।
চারি দিকে চারি জন, হয়ে সবে যোগাসন,
করে সবে প্রেমারা প্রলাপ ॥

এই চারি জনের নাম—ছাতি, পাতি, রতি, মতি,
তেহাতির নাম—শুক্র।

ছাতি। ব্রিং দি কার্ড স্থুন্ দেরি কর কেন ?
আফটার টেন ও ক্লক, আই শ্যাল নট্ প্লে কখন ॥
পাতি। ওয়েট্ মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড হোয়াই সো হরি।
তাশের ভাড়া চাই এক টাকা উপায় কি করি ॥
মতি। নেভর মাইন্ তাশের ভাড়া দেওয়া তখন যাবে।
নিয়ে আয় আগে তাশ তবে দেওয়া হবে ॥
রতি। খেলা না হতে তাশের ভাড়া আহা মরে যাই।
একি কারে দিয়ে থাকে বল দেখি ভাই ॥
শুক্র। আমার এক টাকা তেহাতি দিতে হবে।
চাঁউ হলে কি কলা পোড়া হাতে করে যাবে ॥

এই রূপে চারিজন, করে সব আয়োজন,
তেহাতি তাশ তখন করিল বণ্টন ॥

ছাতি বলছে—যাও যাও।
পাতি বলছে—থাক।
রতি বলছে—ধরা পড়ে।
মতি বলছে—ভাল।
ছাতি বলছে—পাঁচ সিকার খেলা।
পাতি বলছে—খেলো।
(চার্ হাতে তাশ বাঁটা হলে)
রতি বলছে—হোলো।
মতি বলছে—কি হলো ভাই ?
রতি বলছে—প্রেমারা।
ছাতি বলছে—(' হাঃ-সাবাশ কাগজ ' করে, লাফিয়ে উঠে) হা-মা-রা।
পাতি বলছে—তোমার কি ?
ছাতি বলছে—যা খেলো।
পাতি বলছে—আর কি কার হোতে নাই, আমার ও হোলো।

এইরূপে পরস্পর চার জনের আনন্দ।
কিন্তু ছাতি যদি এক হাত দু হাত তিন হাত হার্লে,
তবে বলে কাগজ বড় মন্দ ॥
ঐ যে ধুকপুকুনি ধরে ওতেই করে সারা।
ছাতির ত্রেস্তা এলে ভ্রান্ত হয়ে বলে 'যাও কাগজ বড় সরা' ॥

ত্রেস্তা কোরেস্তা, ওঁ দোশ ত্রেশ কাতুর।
এ কটা এলে প্রেমারা মারে মন করে গুর্ গুর্॥
কাতুরে প্রেমারা হয় মাছেতে ফুরুশ।
এই দুটো যে বাঁচিয়ে খেলে সে খেলোয়ার পুরুষ॥

পাতি। বাঁচাও বাঁচাও তোমার বদ্ লেগেছে,
দেখি কেমন করে ও রেস্ত বাঁচে।
তোমার হবে তিন সাত্তা এক পাঞ্জার প্রেমারা
আমি লব মাছে॥

রতি। আর কি কিছু হতে নাই সওয়ায় চাররঙ্গের চারখানা।
তোমার হবে লেগুরে ফুরুশ মোর হবে মাছ মনা॥

মতি। রাখ তোমার মাচ মনা ফুরুশ, যার পড়তা যখন পড়ে।
তুমি হবে গাড্ডিল ভাই আমি মাউয়ে লবো কেড়ে॥

ক্ষেতু সেন বলে খেলা কি মজা হায় হায়।
কিন্তু পরে মজা হবে ধর্‌লে পাহারাওয়ালায়॥

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ, তাল কাওয়ালি।

অতিশয় সাবধানে খেলো প্রেমারা,
গলি গলি পাহারা।
কখন কি ঘোট্‌বে কপালে শেষেতে হবে সারা॥
খেলো অতি সাবধানে, অতিশয় সংগোপনে,
যেন তারা নাহি জানে, এ রসে বঞ্চিত যারা।

বিষম হয়েছে আইন, কুইনে দিয়েছে সাইন,
ধরে নিয়ে করবে ফাইন, পুলিসেতে জজের। ॥
সারা-মারা প্রেমারা তিন মারাতে লোক সারা।

এইরূপে চার ইয়ারে খেলেন প্রেমারা।
দরজায় দ্বারবান দিতেছে পাহারা॥
কিছুদিন খেলে এরা মনের আনন্দে।
পরস্পর মহানন্দ যা করে গোবিন্দে॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন সদা ঐ ভাবনা।

ছাতি। কাল্ তেরেস্তার উপর একটা ফিগ্‌রু কি সর্‌লো না
পাতি। ভাই, কোরেস্তা মোর মাটী হলো এক প্রেমারাতে।
রতি। ত্রেশ কাতুর মাটী হয় কি করে কোরেস্তাতে॥
পরশু রেতে এক কাতুরে 'এই বার' কোরে।
হাজার টাকা হেরে গেলেম এক প্রেমারায় নিলে মেরে
কেমন কদিন বদ্ লেগেছে কিছু বুঝতে নারি।
যে দান ধরে খেলি সেই দানে হেরে মরি॥
হাতে যদি মাছ হয় তো ফ্রুশ মেরে লয়।
কাতুরে প্রেমারা মারে এতো বড় দায়॥
আর এ খেলা খেলবো না ভাই ঢের্ টাকা হেরেছি।
বাবার কাছে কাল কত গালাগাল্ খেয়েছি॥

মতি। তোরে তো দিয়েছে গাল্ আমায় কাল মেরেছে।
কাজ নাই ছেয়ের খেলায় ঢের টাকা গিয়েছে॥

এইরূপে পরস্পর এ হার্‌চে ও হার্‌চে।
মাজেং নিগূঢ় মজা তেহাতিতে নিচ্চে॥
কতই মজা উড়্‌চে কত রং হচ্চে।
পানের খিলি খাচ্চে আলবালাও চল্‌চে।
মনেতে ভাবেন না কেউ নিজের মার্গ ফাট্‌চে॥
কিছুদিন পরে এরা হইল নাতান।
পরস্পর মনেং করে অভিমান॥
কোথা গেল ধনকড়ি হয় রোষারুষি।
আড়ালে দাঁড়িয়ে শুক্র মনেং খুসি॥
মুচ্‌কে হাঁসিয়ে বলে ঘুমিয়ে কাছে এসে বসি।
খেলা না হলে একবার এই থান থেকে আসি॥
এই কথা বলে অমনি তেহাতি চলিল।
মনে জানে এ চারিজনে আমি সেরেছি ভাল॥
তেহাতি চলিল তখন আপন ভবনে।
মুখেতে না ধরে হাসি প্রফুল্লিত মনে॥
বলে এ বেটাদের এখন তলা গেছে চুঁয়ে।
যা কটি মেরেছি তাই ব্যবসা করি নিয়ে॥
এই কথা মনে মনে করে বিবেচনা।
পরের ধনে বরের বাপ নাই কিছু ভাবনা॥
রাত পুয়ালে ভাব্‌না নাই নিত্য এসে কড়ি।
সন্ধ্যা হলে যমদূতের মত ব্যাটা ফেরে বাড়ীং॥
কোরোনা সামান্য জ্ঞান এ শুক্র বেটারে।
জোয়ে পেলে একেবারে তার দফা সারে॥

কখন কোন্ ভাবে ফেরে বুঝে উঠা দায় ।
কখন কাঁদায় কারে কখন হাসায় ॥
কখন স্বপক্ষ হয় কখন বিপক্ষ ।
মনেং দেখ বেটা নহে কোন পক্ষ ॥
শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ দুই পক্ষ হয় ।
উপর পক্ষ ধরে বেটা সব কথা কয় ॥
তোমার কাছে থাকে যখন আমায় বলে মন্দ ।
আমার কাছে থাকে যখন তোমায় বলে মন্দ ॥
দোগাড়ার চ্যাং বেটা বুদ্ধি অতি লঘু ।
যেখানেতে যায় বেটা সে জায়গায় চরায় ঘুঘু ॥
এমনি তেহাত্তির গুণ বজ্জাতের শেষ ।
ক্ষেতুসেন প্রেমারার কহে সবিশেষ ॥

গীত ।

রাগিণী পুরবি, তাল জৎ ।

মরি হায় হায় ।
আপনি না মজিলে কে কারে মজায় ॥
পরের বেদনা কভু পরে কি জুড়ায়,
　　বুঝে না করিলে কর্ম্ম ঘটে বিষম দায় ।
মৌখিক প্রেমচাতুরি লোকেরে জানায়,
　　প্রেমারায় হেরে সব করে হায় হায়,
　　প্রভাত হইলে যেন মরা দানো পায় ॥

এই প্রকারে চারি ইয়ারে কিছুদিন খেলে।
এদের নগদ টাকা যা ছিলো তেহাত্তিতে এবং তাশ
মেজ্‌তে নিলে॥
মাঝে মাঝে দুই চারি আনা কেহ২ পেটেও খেলে॥
অবশেষে স্ত্রী পুত্রের গহনা গাঁটী ঘটি বাটি যা ছিল,
ক্রমে ক্রমে সকলগুলি বিক্রয় হোলো।
হয়ে কি হোলো না ঐ প্রেমারাতে গেলো॥
যখন গেলো তখন সবে বল্‌ছে হায় হায়।
এমন খেলা শিখে ছিলাম এত বড় দায়॥

মতি বল্‌ছে ছি ছি আগে কি জান্‌তে না?
যে প্রেমারা, প্রেম-মারা ,মদমারা আর মাছ ধরা।
এ যারে খায়, সেকি আর শোধরায়।
সে একবারে অধঃপথে যায়, তারে যেমন ভূতে পায়॥
দেখি যদি শোধরাতে পারি এমন ঘোর দায়।
কেবল সেই জগদীশ্বরের প্রবল কৃপায়॥
ক্ষেতু সেনের এই উক্তি, বসিয়ে করিল যুক্তি,
মুক্তি যদি হবে এই পদে।
ছাড় রে মনের ভ্রম, অনর্থক কেন শ্রম,
অনায়াসে মজিবে বিপদে॥
প্রেমারার নাহি স্বার্থ, অর্থ ব্যয় হয় অনর্থ,
মত্ত হোয়ে মজে সে সময়।
যদি হয় সর্ব্বনাশ, তবু নাহি ছাড়ে আশ,
কিসেতে করিব পরাজয়॥

কিন্তু এই বিষয়ে, কত বড় চতুর, হয়ে ফতুর।
ভেবে ভেবে মরে গেল বলে কাতুর কাতুর॥
অতএব বলি ভাই খেলনা প্রেমারা।
ধনে প্রাণে মজ্জে শেষে হইবেক সারা॥

গীত।

রাগিণী কাপিসিন্ধু—তাল জৎ।

ভ্রান্তে ভ্রান্ত হয়ো না।
অকারণ এ জনম যেন যায় না॥
পেয়েছ মানব জন্ম, কর তার উচিত কর্ম্ম,
মঙ্গের মাতি কর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কোরোনা।
হয়োনা রে ভ্রান্ত, সদা তাঁরে চিন্ত্য
কবে হবে অন্ত এ প্রাণ ভ্রান্তে দেখনা॥

শুন শুন বন্ধুগণ, করি সবে নিবেদন,
প্রেমারা খেলনা কদাচিত।
বুদ্ধি যদি থাকে সূক্ষ্ম, ভেবে ভেবে পাবে দুঃখ,
হিত ঘুচে হবে বিপরীত॥
মনে হবে ওঁ দোশ, লোকে সদা দিবে দোষ,
তোমার দোষ পড়বে সদা মনে।
তেরেস্তার উপরে সরলো তিরি, কাগজের যাই বলিহারি,
নিদ্রাযোগে দেখিবে স্বপনে॥
বাপ খুড়া কিম্বা দাদা, সকলেতে বল্‌বে গাধা,
ভেদার মত থাকতে হবে বসে।

মনে হবে কত ধারা, কাতুরে মারলে প্রেমারা,
তবে আর শোধরাবে কিসে॥
এমনি প্রেমারার গুণ, হৃদয়েতে ধরে ঘুণ,
খুন হয়ে কেহ মরে শেষে।
কেহ বেচে বাড়ি ঘর, চলে যায় দেশান্তর,
কপ্‌নি পরে ফেরে দেশে২॥
এই কর্ম্ম যেবা করে, ভিটেতে তার্ ঘুঘু চরে,
মান ঘুচে হয় অপমান।
ধিক্ ধিক্ একর্ম্মে ধিক্, যে করে তাহারে ধিক্,
ধিক্ অধিক আমার জীবন॥
কহিতেছে ক্ষেতুসেনে, শুন সব বন্ধুগণে,
প্রেমারায় নাহি কোন রস।
আপ্তা আপ্তি হয় দ্বন্দ, সকলেতে বলে মন্দ,
যশ ঘুচে হয় অপযশ॥

গীত।

রাগিনী ভৈরবি--তাল আড়া।

আমায় পার কর শঙ্করী, এদায়ে পার কর শঙ্করী।
প্রেমারা সাগরে পড়ে ডুবেমরি, দয়াকরে রাখ দিয়ে চরণ তরী॥
তেরেস্তা তরঙ্গবহে, কোরেস্তা কুম্ভীর তাহে,
কাতুর মৎস্য ধরে, আমায় ডুবায় তারা।
ডুবায় তারা বল মা কি উপায় করি॥
ক্ষেতু সেন এই ভেবে সারা, ওঁ দোশেতে হলেম স্বরা,
ত্রেশ বাতাসে ত্রাস বড় ডুবি পাছে।
ডুবি পাছে দেখে নদীর তুফান ভারী॥

ক—এতে মা করুণা করি কৃপা কর দাসে ।
করবোনা প্রেমারা খেলা লোকে সদা দোষে ॥
খ—এতে মা খেলে মোর হইল প্রাণান্ত ।
ক্ষমা করে ক্ষেমাঙ্করী কর এতে ক্ষান্ত ॥
গ—এতে মা গদ গদ সদা হয় গাত্র ।
গগন পানে চাই সদা ভাসি নীরে নেত্র ॥
ঘ—এতে মা ঘুচাও মোর মনের ঘোষণা ।
ঘুম হয়না দিবানিশি প্রেমারার ভাবনা ॥
ঙ—এতে মা ঙা ওঁ করে দেখি যে স্বপন ।
ঙ দোশের সঙ্গে হয় কথোপকথন ॥
চ—এতে মা চাতুরী কেন কর বারম্বার ।
চলিব না আর ও চালেতে দোহাই তোমার ॥
ছ—এতে মা ছট ফট করে সদা মন ।
ছয়-আজ্ কিগরু করে করি গো রোদন ॥
জ—এতে যাতনা কেন দাও মা আমায় ।
এজ্বালা যে সইতে নারি জ্বলে প্রাণ যায় ॥
ঝ—এতে মা ঝিম ঝিম সদা করে অঙ্গ ।
ঝিমুই বসে দিবানিশি লোকে দেখে রঙ্গ ॥
ঞ—এতে মা না স্বরে বাণী কেবল করি ঞ্যাং ।
ওঁ দোশ ত্রেশ কাতর সদা এই ভাবনা ॥
ট—এতে মা টাকা নিতে সকলেতে পারে ।
টেলে দেয় মা আমার বেলা যখন তারা ধারে ॥
ঠ—এতে মা ঠকায় করে এই মনে হয় ।
ঠাওরাই শেষে বিরলে বসে মনে ভয় হয় ॥

ড—এতে ডুবিও না মোরে এইবার মা রাখো ।
ডুবে মরি তুফান ভারি একবার চেয়ে দেখ ॥
ঢ—এতে মা ঢাকো দোষ ঢলাব না আর ।
ঢলাবার মূল তুমি কি দোষ আমার ॥
ণ—এতে নাশয়ে মা গো দ্রুত বহে শ্বাস ।
না সরে বদনে বাণী উষ্ণ শুষ্ক রস ॥
ত—এতে মা তারিণী মোরে তার গো শঙ্করী ।
তত্ত্ব জ্ঞান দিয়ে দাও ভবপার করি ॥
থ—এতে মা থাকি যদি বিরলেতে বসে ।
থেকে থেকে লাগে মোরে প্রেমারার দিশে ॥
দ—এতে মা দূর কর মনের কুমতি ।
দয়া করি ঘুচাও আমার এ দুষ্টমতি ॥
ধ—এতে মা ধরি চরণ ধরাতলে পড়ি ।
ধাঁধাঁ করে উপায় করি প্রেমারায় যায় কড়ি ॥
ন—এতে মা না সরে বাণী যখন হেরে যাই ।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা ঘরে কত বসে খাই ॥
প—এতে পার্ব্বতি মোরে দাও মা সুমতি ।
পড়েছি প্রেমারার হাতে কেড়ে লয় পাতি ॥
ফ—এতে মা ফাপরে পড়ে ডাকিগো তোমায় ।
ফাল্‌গু নদী হয়ে তারা রাখগো আমায় ॥
ব—এতে মা বদনে সদা বল্‌বো গঙ্গে গঙ্গে ।
ব্যথায় ব্যথিত কেহ নাহি যাবে আমার সঙ্গে ॥
ভ—এতে মা ভৈরবি মোর ঘুচাও মনের ভয় ।
ভাবনা দিওনা ভবে যেন সুখে প্রাণ যায় ॥

ম—এতে মা মোক্ষপদ পাই যেন মোলে।
　　মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ কোরো মম মরণ কালে॥
য—এতে যেন মা যায় জাহ্নবীর জলে।
　　যতনের এজীবন ত্যজিব সফলে॥
র—এতে মা রৈতে আর বাসনা নাই ঘরে।
　　রাত পোহালে দুদিন হবে যত্ন করি কারে॥
ল—এতে মা লালচ আর রেখনা মোর মনে।
　　লঘু পাপে গুরুদণ্ড সকলেতে জানে॥
ব—এতে বসে সদা কর্‌বো তব নাম।
　　বাজ্‌বে ডঙ্কা ঘুচ্‌বে শঙ্কা পাব মোক্ষধাম॥
শ—এতে মা শপেছি প্রাণ তব শ্রীচরণে।
　　শমনে নাহিক শঙ্কা তোমার শরণে॥
ষ—এতে ষোড়শোপচারে তোমারে পূজিব।
　　ষোড়শাঙ্গ জ্বালিয়ে তোমায় আচ্ছাদিব॥
স—এতে মা সদা তুমি হৃদি পদ্মে বসি।
　　সদত নাশহ শত্রু করে ধরে অসি॥
হ—এতে হয়োনা মাগো নির্দ্দয় জননি।
　　হব জয়ী তব নামে পুরাণেতে শুনি॥
ক্ষ—এতে মা ক্ষমা কর ক্ষমাঙ্করী তারা।
　　ক্ষেতু খেলিবে না আর কখন প্রেমারা॥

গীত।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

খেলনা খেলনা প্রেমারা।
হয়ে সারা, যাবে মারা, লোকে দিবে গঞ্জনা ॥
এ খেলার নাহিক অন্ত, যতো হার তত ভ্রান্ত,
শোধরাব মনে নিতান্ত এই বাসনা।
কিন্তু পরের দেনা হলে, অবশেষে যাবে জেলে,
এ দুঃখ যাবেনা মলে রয়ে যাবে ঘোষণা ॥

প্রেমারার ইতিহাস।

কিছুদিন পরে ঐ চারিজন বন্ধু ছিল।
তাহার এক জনার পরলোক প্রাপ্ত হইল ॥
যাহার নাম ছিল মতি।

ইহাদের খেলা আর ভালরূপ হয় না; বিশেষ তিন জন, পরেতে এক কাল জোয়ারি কাত এসে জুটে গেল, তাহার নাম আষাড়ে, সে প্রেমারা খেলে সংসার নির্ব্বাহ করে।

বট্ নো অদার্ ডিউটি একসেপ্ট প্রেমারা।

আষাড়ে এক শনিবার রাত্রে প্রেমারা খেলে কতকগুলি টাকা জিতে আপনার বাটীতে আসিয়ে ঘোরতর নিদ্রা যায় পরদিবস বেলা ৮টা বাজে তবুও আর বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

জনরব কলরব কাক চড়াই ও কবুতর ইত্যাদি পক্ষি-গণের ডাক কর্ণেতে শুন্ছেন, শুনে ক্রমে ক্রমে নিদ্রা-ভঙ্গ হতে লাগ্ল, নয়ন মুদিত ছিল, নয়ন চেয়ে

বল্‌চে, অও বেলা ঢের্‌ হয়েছে। যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে এই কথা বলছে তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে বল্‌ছে (তাহার নাম ফাল্গুনী)।

বলি উঠ্‌তে কি হবেনা. আজ ঘুম কি ভাংবেনা ?
এ ঘরের ভাবনা কি তুমি তিলার্দ্ধ ভাবোনা ?

আষাড়ে। কেন প্রাণ বিধুমুখি হও হে ব্যাজার।
একটা চাহিলে এনে দিবো হাজার হাজার ॥
(উভয়েতে রস আলাপে কথোপকথন।)
গত রজনীর কথা শুন্‌ শুন্‌ শুন্‌ ॥
পাঁচ শত টাকা জিতেছি কাল রাত্রিতে।
আর কোন্‌ ব্যাটারে ভয় করি, সব করে কপালেতে ॥

ফাল্‌গুনী। যে ভাই যা জিতেছ সেই ভাল আর কোরো না বাড়া বাড়ী।
এবার এই খুজরো দেনা মিটিয়ে ফেলে যা পাবে নাপিত ধোবা হাড়ি।
ফাল্‌গুনী ভাল জানে এ যে কেমন কড়ি।
এ কড়ি যার ঘরে যায় তার বেচায় বাড়ী ॥
নড়ে হাঁড়ি ভেবে২ শরীর হয় দড়ি।
অঙ্গে উঠে খড়ি, আহার অভাবে জ্বলে নাড়ি ॥
একদিন দাঁত্‌কপাটী একদিন ঘি খিচুড়ি।
যায় হরিণবাড়ী, কোটায় শুরকির গুড়ি ॥
অবশেষে হাতে হাত কড়ি, এবং পায়ে দেয় বেড়ি।
এমনি এ লক্ষ্মী ছাড়া কড়ি ॥

আযাড়ে। যে কাল সেতা দেওয়া যাবে আজ একবার খেল্‌বো।
আর কি আমারে কেউ জিত্তে পারে এখন সব ব্যাটারে
জিতবো॥

এই কথা বলে মনেং বড় খুসি।
(বাড়ির দাসীকে ডেকে বলছে, তার নাম প্যারী)
বলি ও প্যারি একটা বড় ধামা নিয়ে আয় জল্‌দি করে
একবার বাজার করে আসি॥

প্যারী। আস্‌ছি মশায় আপ্‌নি এগোন পরে যাচ্চি ধামা নিয়ে।
অগ্রসর হইয়ে আপনি বাজার করুন গিয়ে॥

আযাড়ে। শীঘ্র করে আয় তবে করিস্‌ না কো দেরি।
দেখি আমি আগে গিয়ে যা কিন্তে পারি॥

এই কথা বলে তখন বাজারে চলিল।
বেনের দোকানে গিয়ে চার টাকা ফেলিল॥

(বেনের প্রতি উক্তি)

পয়সা দে ভাই শীঘ্র করে ঘসা যেন থাকে না।
সকলেতে ন্যায় কেবল মেছুনীরা ন্যায় না॥

বেনে। দেখ বাবু এ পয়সা নয় যেন করকরে মোহর।
কাণাতেও এ পয়সা ন্যায় যদি থাকে টাকার জোর॥
টং করে বাজিয়ে টাকা বেনে তুলে নিল।
ষোল গণ্ডার হিসাবেতে পয়সা গণ্যে দিল॥
তখন পয়সা লয়ে বাজারেতে করিল প্রবেশ।
মেছোহাটায় ঢুকে মাছের কচ্চে দেশাদেশ॥

(আষাড়ের মেছুনীর প্রতি উক্তি।)

আষাড়ে। ও ভেট্‌কিটা ভাল নয় ঐ রুইটা ভাল।
কত নেবে বল বাছা সত্য করে বল ॥

মেছুনী। বাবু, বার আনার কম হবে না সত্য করে বলি।
পৌনে বার আনা বল্লে তোমায় দিব গালি ॥
নেবার হয় তো বৌনি বেলা দর বাড়বে বলো।
আষাড়ে তখন বার আনার মাছেতে একটাকা দিয়ে মাছ
তুলে নিল ॥

আষাড়ে। একি ছোট লোক পেয়েছিস্ মোরে প্রেমারার ছাতি।
তোর মতন কত মেছুনির মুখে মারি নাতি ॥

মেছুনি। মাপ করো বাবু ঘাট্ হোয়েছে চিনিনে তোমারে।
তখন চার্‌টে গলদা চিংড়ি তুলে দিল বাবুর করে ॥
তখন চিংড়ি ধরে ডানকরে রুইমাচ বাম করে।
প্যারি২ বলে তামাম্ বাজার বেড়ায় ঘুরে ॥

আষাড়ে। ওরে প্যারি কোথা প্যারি প্যারি কোথা গেলি।
এমন গুখেগোর ব্যাটার দাসী দোখনে, শালির ঘরের শালি ॥

এই কথা বলে আষাড়ে বাজারে দুই হাত তুলে নৃত্য ও এই গীত গাইতে লাগিল।

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া, তাল কাওয়ালী।

প্যারি হারালি কোথারে, আরে ওরে গুখেগোর বেটী।
ডেকে ডেকে গলা আমার গেল লো ফাটী ॥
ঘরে গিয়ে জুতো পেটা করবোরে বেটী।
আজ প্যারি বেটীর চক্ষের জলে ভেজাব মাটী ॥

আষাড়ে রোষিত হয়ে কাঁপে থর থর ।
নগদা মুটে কোথা বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বর ॥
মুটে মুটে মুটে বলে ডাকে ঘন ঘন ।
পেয়ে সাড়া হয় খাড়া মুটে এক জন ॥
কি যাবে গো মহাশয় বলে এল ছুটে ।
শিরে ঝাঁকা করে বলে আমি চেনা মুটে ॥
ভাল ভাল বলে তাতে মাছ তুলে দিল ।
তার পরে মুটেরে সে কহিতে লাগিল ॥
অরে মুটে ইচ্ছা আছে করিতে বাজার ।
আরো, তবে দেরি হলে না হোস্ ব্যাজার ॥
এক আনাতে দিব আমি দু আনা তিনানা ।
করিস্ না মনে তুই সে কোন ভাবনা ॥
মুটে বলে বাবু তার না করি ভাবনা ।
আপনি যে ভদ্র লোক দেখে যায় চেনা ॥
ক্ষেতু সেন বলিতেছে বাবুরে জান না ।
জুয়ারির শেষ ইনি দিনে রেতে কাণা ॥
বেগুণ আলু উচ্ছে পটল যা দেখে নয়নে ।
এক পয়সায়, দু পয়সা দিয়ে লয় কিনে ॥
ডুমুর শশা থোড় আমড়া নাহি যায় বাকি ।
কড়ির জায়গায় পয়সা দিয়ে পোরে মুটের ঝাঁকি ॥
এইরূপে ক্রয় করে যা দেখে নজরে ।
কমলালেবু মূলা কলায় ঝাকি বোঝাই করে ॥
এইরূপে বাজার করে লয়ে এলো ঘরে ।
গণ্ডাদশ পয়সা দিয়ে মুটে বিদায় করে ॥

পয়সা পেয়ে মুটে ভয়ে হয়ে জবুথবু।
পথে এসে বলে এটা কাছাখোলা বাবু॥
আষাড়ে বাজার করে ফিরে এসে ঘরে।
বলে ওলো ফাল্গুনি চেয়ে দেখ ফিরে॥
চিংড়িতে কালিয়া কর রুইমাছে ঝোল।
শোল্ মাছে কাঁচা আমে একটা অম্বল॥
আচ্ছা বলে ফাল্গুনী তখন বসে গেল রাস্তে।
হাঁড়ি চড়িয়ে গিন্নি, মান্‌চেন সিন্নি, বলছেন প্রভু
আজ আমাদের কর্ত্তা যেন পারেন কিছু আস্তে॥
সে কেবল মনের ভ্রান্তে, কি করে ভালবাসে কান্তে।
তা না হলে এককালে যমালয়ে যেত আষাড়ে জিয়াস্তে॥
অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে ফাল্গুনী ডাকিছে।
আস্তে আজ্ঞা হন, করুন ভোজন, সব রসুই হয়েছে॥
ফাল্গুনীর পেয়ে সাড়া আষাড়ে খাড়া, হেঁসে দিচ্চে
মাথা নাড়া।
খট মট করে চলে এল বেটা যেন ঘোড় দৌড়ের
ঘোড়া॥

আষাড়ে। বেলা ঢের হয়েছে, কটা বেজেছে, দেরি হয়েছে
রাস্তে।

ফাল্গুনী। তা আমার কি দোষ, সব তোমার দোষ, তুমি
যে দেরি কর্‌লে জিনিস পত্র আস্তে॥

তোমার কাছেতো যশ নাই চিরকাল্‌টা জ্বলি।
বিয়ের কালে এসে অবধি হলো হাড় কালি॥

কোন্ কালে বা সুখ দিয়েছ যে আজ হবে মোর সুখ।
এ অভাগীর কপালে হরি চির দিন বিমুখ॥
তখন ফাল্গুনীর শুনে কথা, আষাড়ে ব্যাথা, পেলেন
বড় মনে।
"আর অভিমান করোনা ধনি" বলে বসে গেলেন
ভোজনে॥

ভাত খান কি ছাই খান তার কিছু ঠিক নাই।
প্রাণের ভিতর হচ্চে সদা কখন খেল্‌তে যাই॥
তাড়াতাড়ি করে আষাড়ে, কশে ঝুরো নিলে।
ডালে, ঝোলে, অম্বলে কোরে, গাণ্ডে মুণ্ডে খেলে॥
পান নিয়ে আয় জল্‌দি করে, কাপড় পরে, আষাড়ে
বল্‌ছে।
ফাল্গুনীর গড়্‌তে পান, এর্ বেরচ্চে প্রাণ, বলে
খেলা বুঝি এতক্ষণে চল্‌ছে॥
এই নাও পান, ফাল্গুনী তখন, দিল কর্ত্তার হাতে।
পান মুখে দিয়ে, আষাড়ে বলে, আজ আসবো
অনেক রেতে॥

এই বলে আষাড়ে তখন করিল গমন।
পূর্ব্ব পশ্চিম কোন দিক নাহিকো স্মরণ॥
বেগেতে চলেছে যেন পবন নন্দন।
'হণ্ড্রেড হর্স পাওয়ার যেন ট্রেনের গমন॥'
ওয়ান হর্স পাওয়ার যদি ট্রেনেতে পোরে।
মনুষ্য কি তার সম চলিবারে পারে॥

মন ট্রেনের কাছে আর কোন ট্রেন নাই।
ঘরে বসে শ্রীবৃন্দাবন সদা দেখ্‌তে পাই॥
মন যদি ভাল হয় সব ভাল হয়।
বিপদে হবেন ঈশ আপনি সহায়॥

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল জৎ।

দ্রুতগতি, বেগে অতি, চলেছে আষাড়ে।
প্রেমারার সভাতে গিয়ে দেখে আড়েং॥
খেলতে আছয়ে সাধ কারে না রাকাড়ে।
জিজ্ঞাসা করিলে না না কোরে মাথা নাড়ে॥
মুখেতে সেতার বাজে ডারে ডারে ডারে।
প্রেমারা যে খেলে তার ভেল্‌কি লাগে হাড়ে॥

এমতে আষাড়ে চলে হোয়ে হৃষ্ট মন।
প্রেমারা সভাতে গিয়ে উপনীত হন॥
দ্বারেতে না ফেলিতে পা সবে বলে এসো।
কিন্তু মনে কচ্চে বেটার ঘামিয়ে দেবো ঘেশো॥
কাল নিয়ে গ্যাছে পাঁচশো টাকা, আজ আবার দিয়ে যাবে।
বেনো জল ঢুকেছে ঘরে কতক্ষণ রবে॥
এইরূপে সকলেতে করে আন্দোলন।
ছাতি তখন বল্‌ছে আর দেরি কি কারণ॥
পাতি বলছে বসে যাওনা মিছে কর দেরি।
দশ গণ্ডা টাইম করলে রাত্‌ হবে ভারি॥

আষাড়ে বলছে দশ গণ্ডার কম কোন্ শালা খ্যালে,
তবে ঘরে ফিরে যাই।
রতি বলছে আচ্ছা খেলো তাই দেখি সই দশ গণ্ডাই॥
হলো হলো একটু রাত্ তার বা ক্ষতি কি।
লোক উপরোধে ঢেঁকি গেলে, আমরা এই কথাটা
রাখি॥
এই কথা বলে এরা বসে গেল খেল্‌তে।
তেহাতি শুক্র কাণা, দেখ্‌তে পায় না সে অমনি উশ্‌কে
দিচ্চে প্রদীপের শল্‌তে॥
উজ্জ্বল করিয়ে দীপ কাগজ চালায়।
কেহবা জিতে কেহবা হারে উভয়ে উভয়॥
পরেতে লেগেছে বদ আষাড়ের হাতে।
এক মাছে ফুরুশ মার্‌লে যখন তখন বল্‌ছে আগুন
লেগেছে এ কাতে॥
আট কড়া পড়েনি তখন দেড়শত টাকা হেরেছে।
বারো কড়ার বেলা আষাড়ের চারিশত টাকা উঠেছে॥
মনের ভ্রম ঘোচেনাকো মনে করে ফেরাবো।
তা না হলে এক বারে অধঃপথে যাবো॥
হারিয়ে যথা সর্ব্বস্ব খেলিয়ে প্রেমারা।
একেবারে বাছাধন হইলেন সারা॥
উঠিতে শকতি নাই কাঁপে কলেবর।
হুঁ২ করে বাছার এলো ভালুকের জ্বর॥
সাহসেতে ভর করে আষাড়ে উঠিল।
শ্মশানেতে মরা পুড়িয়ে যেন বাড়ি গেল॥

দাঁড়াতে শকতি নাই অমনি এসে শুলো।
শুইয়ে আষাড়ে বল্‌ছে তখন হায়রে কি হোলো॥
ফাল্‌গুনী শুনিতে পেয়ে মাথা খুঁড়ে যায়।
বলে ওমা মোর পতি কেন করে হায় হায়॥

গীত।

রাগিণী আলায়া, তাল মধ্যমান।

তোমার মনে এই কি ছিলো হে হরি।
কি করি কি করি॥
উপায় না দেখি আর, করো হে মোরে নিস্তার,
এ যাতনা সহিতে আর নারি।
আমি নারী কুলবালা অধিনী,
পতির জ্বালায় চিরদিন হয়ে আছি দুখিনী,
আমার মত নাইকো হে অভাগিনী।
হরি করেছ আমারে হে কাঙ্গালিনী।
পতির দায়ে প্রাণ যায়, কেবল প্রেমারা খেলায়,
সর্ব্বস্ব ধন হেরে হোলো ভিখারি॥

কিছুদিন পরে আষাড়ে ও ফাল্‌গুনীর পরলোক প্রাপ্তি হইল।

আষাড়ে ফাল্‌গুনীর কথা এপর্য্যন্ত অন্ত।
অতঃপর শুন এক বাসাড়ের বৃত্তান্ত॥

বাসাড়ে নামক এক বিদেশী প্রেমারাবাজ, প্রেমারা খেলে যথা সর্ব্বস্ব ফুঁকেছে, একটী পয়সা নাই যে স্বদেশে পাঠায়, বা এই বিদেশে বাসা খরচ করে, এমত সময়ে

তাহার বাটী হইতে সংবাদ আসিল যে তাহার পিতার ঈশ্বর প্রাপ্তি হইয়াছে, পত্র পাঠমাত্র তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

(তখন বাসাড়ে বল্‌ছে)—

হায় বিধি একি দায় ঘটালে আমায়।
এমন সময়ে কেন বধিলে পিতায়॥
কেন বিধি এত বাম হলে হে আমারে।
এই বলে পড়ে ঢলে ভূমির উপরে॥
শোকে অভিভূত, নেত্রে বহে বারি ঘন।
হায় হায় পিতা বলে করয়ে রোদন॥
ক্ষণে অচৈতন্য হয়, ক্ষণে বা চৈতন্য পায়,
ক্ষণে ভূমে গড়াগড়ি দেয়।
ক্ষণে বলে হরি হরি, ক্ষণে বলে মরি মরি,
ক্ষণে বলে (হায় পিতা) রহিলে কোথায়॥
এই রূপে কিছুদিন বহির্ভূত হয়।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু পায় না উপায়॥
ভাবে মনে হা কেমনে কি রূপে কি হবে।
যে প্রকারে হয় কিন্তু শুদ্ধ হতে হবে॥
দেখি প্রভু ভগবান কি রূপে কি করে।
শুদ্ধ হবো ভিক্ষা করে নগরে নগরে॥
পিতার হয়েছে কাল কিছু নাহি ঘরে।
এই কথা বলে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে॥
মাসাবধি করে ভিক্ষা শত মুদ্রা হয়।
পিতৃশ্রাদ্ধ হবে বলে করিল সঞ্চয়॥

উনত্রিশে চলেছে বাটী ঘাটের্ পূর্ব্বদিনে।
"রেখ হরি দয়া করি পিতৃহীন দীনে॥"
এই বলে বাসাড়ে চলিছে তাড়াতাড়ি।
"কাল ঘাট্ কেমনে হাট্ করি গিয়ে বাড়ি॥"
এই বলে দ্রুতগতি করিছে গমন।

তিনজন প্রেমারার কাত, খুঁজছে আর এক কাত,
পথে করিছে ভ্রমণ॥
এমন সময়ে তারে দেখে ছাতি বলে।
ভাইরে আমার, আয় রে আমার, করি তোরে কোলে॥
পাতি। আমরে যাই একি রে ভাই. হয়েছে তোমার।
বাসাঃ। আর নাই দিন, আজ ঊনত্রিশ দিন,
কাল হয়েছে পিতার॥
এই এক শ টাকা পেয়েছি ভাই ভিক্ষা সিক্ষা করে।
ভাব্ছি মনে কতক্ষণে পৌছিব গিয়ে ঘরে॥
রতি। বাড়ী গিয়ে আর কি শ্রাদ্ধ করবি এইতো এক্ শ টাকা
দেশে যাবি লোক হাসাবি তুইতো বড বোকা॥
আয় চারিজনে বসে যাই যদি একবার তোর পড়ে।
এক শয়ে এক্ষণ পাঁচ শ হবে শ্রাদ্ধ হবে বেড়ে॥
বাসাঃ। না ভাই—
এই এক শ টাকা যে করে করেছি উপার্জ্জন।
শেষেতে কি পিতার আমার হবেনা তিলকাঞ্চন॥
ছাতি। যেমন তোর বুদ্ধি তেমনি জায়গায় বাস।
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস॥

বাড়ী গিয়ে কেন আর বাড়াবি আপশোস্।

Neither innocence, conscience, nor reason is sufficient to deter the wicked from their purpose ||

(তখন বাসাড়ে আর কি করে)

এক বেটাতে রক্ষে নাই, তারে তিন বেটায় ঘিরেছে।
মেছোকুম্ভীর হোয়ে বেটা যেন বেঁউতিজালে পড়েছে ॥

বাসাড়ে ভাব্‌ছে আর বলছে—

যা আছে কপালে আমার যাই একবার বসে।
পাকা কাগজ ধরে এখন খেল্‌বো কশে কশে ॥

(ক্ষেতুসেন বলে)

পাকা কাগজ ধরে খেল্লে কি হবে ও নিজে ব্যাটা কাঁচা।
এখন ঐ তিন বেটাতে করবে সারা খুলে যাবে কাচা ॥
তখন ব্যাটার শ্রাদ্ধ হবে ভাল, করবে পিণ্ডদান।
অষ্টরম্ভা দিয়ে শেষে ভুজ্জি কর্‌বে দান ॥
দেখ ও বেটা যে এত দুঃখে পড়েছে, আর এত ক্লেশ,

তবু কেমন নেশার জোর।

Covetous men often lose their all by unlawful attempt, to gain more ||

ভাই রে লোভে ক্ষোভ, ক্ষোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শেষ।

Frugal enjoyments with peace and quietness, are preferable to luxurious pleasures attended with confusion and distress.

গীত।

রাগিণী পরজ বাহার, তাল কাওয়ালি।

নির্ল্লজ্জার কর্ম্ম এই যে খেলে প্রেমারা।
কত চতুর হলো ফতুর খেলে প্রেমারা ॥
ভেবে দেখ মনে, কত শত জনে,
বেচে বাড়ী, হোলো হাড়ি, প্রেমারার গুণে,
সাবধান সাবধান হও দেখে শুনে,
মৃত্যু কালে কাতুর বলে, যেও না যেন মারা।
নাহি থাকে মান্য, হয় জ্ঞান শূন্য,
বেহায়া কান কাটার দলে করে তারে গণ্য,
মদ মাতালে আর পাগলে বলে তারে ধন্য,
উনপাঞ্জুরে বরা খুরে সেই দলের মানুষ এরা ॥

বাসাড়ে প্রেমারাবাজের এ পর্য্যন্ত অন্ত।
অতঃপর শুন এবে পাশাড়ের বৃত্তান্ত ॥

একজন প্রেমারাবাজ্ যাহার নাম পাশাড়ে অর্থাৎ যে পূর্ব্বে পাশা খেলায় অতিশয় নিপুণ ছিল, এক্ষণে প্রেমারা শিখে এক শনিবার রাত্রে প্রেমারা খেলে কতকগুলি টাকা হেরে আপনার বাটীতে রাত্রি দুই প্রহর দুইটার সময় ফিরে এলেন। বিছানায় শয়ন করিয়া গায়ের ছটফটানি ধরলে, ও যে ঘণ্টা দুই রাত্রি ছিল তাহাতে আর নিদ্রা হোলো না, পরদিবস রবিবার প্রাতঃকালে তাহার নাপিত এসে দরজায় ডাক্‌ছে আর বল্‌ছে "বাবুগো খেউরি হবে ?" এই প্রকারে বার দুই তিন ডাক্‌লে পাশাড়ে বিছানায় পড়ে বল্‌ছে কেরে ও, নাপিত ? নাপিত বলছে, আজ্ঞে হাঁ মশাই।

তখন পাশাড়ে বল্‌ছে—
দাঁড়া আমি যাই গিয়ে কামাই।
জল নিয়ে আয় জল্‌দি করে আবাগের বালাই॥
নাপিত বল্‌ছে মহাশয় আপনি বেজার হন কেন।
আমি যে কোন্ সকালে এসে তোমায় ডাক্‌ছি ঘন২॥
তোমার যে নিদ্রা ভাঙ্গে না তা আমি কর্‌বো কি।
আজ যা কামাচ্ছি আর কামাবোনা আমার মাহিনা
ফেলে দাও যা আছে বাকি॥
নাপিত এই কথা বলাতে পাশাড়ে আরও রেগে গেছে
কারণ প্রেমারায় হেরেছে।
তাহার আধখানা গাল কামান হতে হতেই নাপিতকে
এক কামড়্ মেরেছে॥
নাপিত বেটা বাবা বলে খুর ফেলে পালাল।
পাশাড়ে তেরেন্তা তেরেন্তা করে পাগল হইল॥
পাশাড়ে পাগল হয়ে দ্বারে বসে আছে।
হেন কালে পিতা তার বাড়িতে আসিছে॥
তাহার পিতাকে দেখে পাশাড়ে বলিছে।
এসো প্রাণ দাদা বাবা কাল্ কি মজা গিয়েছে॥
পিতা। (কি আপদ্ বেটার আবার কি রোগ্ হয়েছে।)
আমি যে তোর পিতা হই আমারে বলিস্ প্রাণ।
পাশা। বাবা প্রেমারায় হেরেছি কড়ি নাহি কোন জ্ঞান॥
(ইতোমধ্যে পাশাড়ের খুড়া আইল বাহিরে।
কপালেতে দীর্ঘ ফোটা হরি নাম করে॥)

পাশা। এসো মামা বোনাই খুড়া বসো আমার কাছে।
নাপিত্ বেটা আমার দাড়ি চটিয়ে দিয়ে গেছে॥

(পাশাড়ে তখন আধ্খানা দাড়ি দেখাচ্চে)

খুড়া। দূর্ আবাগের ব্যাটা একেবারে বয়ে গেলি।
হাড় কর্লি কালি ডাকেন না কালি॥
ইচ্ছা হয় কালি ঘাটে দি তোরে নরবলি।
প্রেমারা খেলিয়ে ওরে সর্ব্বস্ব হারালি॥
শেষে কিরে বুদ্ধি হারিয়ে পাগল হয়ে গেলি॥

(ক্ষণকাল পরে পাশাড়ের খুড়া পাশাড়ের পিতাকে ডেকে বল্‌ছে)

দাদা! তোমার ছেলে, আমার ভাইপো, চারা কি তা বল।
পাশাড়ে যাতে ভাল হয়, উপায় কর্‌তে হোলো॥
পিতা। এমন ছেলেতে কাজ নাই মরে গেলেই ভাল।
বেটা যে প্রেমারা খেলে সর্ব্বস্ব হারালো॥
শেষেতে পাশাড়ে আমার পাগোল হোলো॥

(এই বলিয়া ক্রন্দন)

কি করে সে বিধি যারে বিড়ম্বনা করে।
হেন কার্ সাধ্য আছে কে রাখিতে পারে॥
মারামারি দেখেও লোকে মারামারি করে।
বিধির লিখন যাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
কেউ মর্‌ছে কেউ হচ্ছে এও তো দেখ্‌তে পায়।
তবে কেন দম্ভ করে বৃথায় বেড়ায়॥

ভগবানের এমনি মায়া ফেলে মায়াজালে।
চারিদিক্ অন্ধকার দেখান সকলে॥
মায়ার সৃষ্টি করেন মায়ার সাগর।
তাঁর কাছে কোন মায়া নাহি অগোচর॥
এ যে ভগবৎ মায়া বুঝে উঠা দায়।
ছেলে হাজার দোষী হলে পিতা না খেদায়॥

পরে পাশাড়ের পিতা পাশাড়ের খুড়াকে ডেকে বল্‌ছে। ভাই, এক্ কর্ম্ম করা যাক্, এক ইংরেজ ডাক্তরকে আনিয়ে পাশাড়েকে দেখান যাক্।

এই কথা শুনে পাশাড়ের খুড়া ডি-জানি নামক এক জন ডাক্তরকে চিঠি লিখ্‌ছেন :—

My dear Doctor,

Please give call at my house as possible as soon।
My nephew is very sick, ধরেছে তারে প্রেমারার খুন॥

ডাক্তর চিঠি পড়ে, মাথা নেড়ে, হইল অজ্ঞান।
বল্‌ছে প্রেমারা, is what sick can't understand॥
এই বলে কেতাব খুলে দেখিতে লাগিল।
Nonsensical কেতাবেতে ৪৯ পাতে এই ব্যাধি ছিল॥
৭২ পাতে এর ঔষধ লেখা ছিলো ভাল।
তাই দেখে জানি সাহেব মনস্থির করিল॥

(জানি সাহেব তাঁহার গোলাম আলি কোচমান প্রতি)

জানি। গোলাম আলি জল্‌দি কর্‌কে তেয়ার কর গারি।
যানে হোগা এক পেশ্যন্ট দেখ্‌নে বেমার বড়া ভারি॥
অর্ডার পেয়ে গোলাম আলি গাড়ি সাজাইল।
জানি সাহেব পোসাক্‌ পরে গাড়িতে বসিল॥

(বসে বল্লে চালাও ইউ)

গড়্‌ গড়্‌ করে গাড়ি এলো যথা রোগী ছিল।
ডাক্তরকে দেখে পাশাড়ে লাফিয়ে উঠিল॥

(পাশাড়ে জানি সাহেব প্রতি)

Good morning Gentleman, all good news?
You see what sick am I, all men to me abuse.

নি। I see your sickness very difficult can't cure soon,
This complaint will vex long until you take leave from sun and moon.

এই কথা শুনে পাশাড়ে চমক্‌ হইল।
"ও মাই ডাক্তর্‌ ইহার ঔষধ কি বল॥
আমার সর্ব্বস্ব গেল কিসে হবে ভাল।"
এই বলে এক লাফ মেরে জানির ঘাড়েতে পড়িল॥
জানির কিছু শক্তি ছিল তাই বেঁচে গেল।
এক ঝাপটা মেরে পাশাড়েকে ভূমিতে ফেলিল॥
তখন ফেলে বল্‌ছে—ও ইউ ড্যাম ফুল।
কৈ হ্যায় রে ইস্কো আচ্ছা কর্‌কে বাঁধকে পানিমে
ডুবাও যো পানি হোগা আচ্ছা কুল॥

(তাহার পরে জানি সাহেব এই প্রিসক্রুপসন্ দিলেন।)

ধরেছে প্রেমার ঘুণ, ঔষধ এর কালি চুণ,
দু গালেতে আচ্ছা করে দেবে।
কসে মার্‌বে থাপ্‌পড়, পিঠ করবে পড়্ পড়্,
তবে এই ব্যাধি ভাল হবে॥

সাত আঙ্গুল বিলিস্‌টার ঘাড়েতে বসাবে।
মাথা কামিয়ে জুতা মেরে সাচ্চা ক্রীম্ দেবে॥
ডুওয়াটার্ গরম করে অঙ্গেতে ঢালিবে।
এক মাসের পচা ছুঁচো নাকেতে শোঁকাবে॥
ঘোড়ার ডিমের তেল করে দু রগেতে দেবে।
উল্টা গাধায় চড়িয়ে এরে হাওয়া খাওয়াইবে॥
রাম ছাগলের টাট্‌কা নাদি মাখাবে এর অঙ্গে।
এক দুষ্ট চাকর লোচ্চা অঘোর থাক্‌বে এর সঙ্গে॥

(পাশাড়ের খুড়া জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, সর্ ইহার কারণ কি।)

জানি। দুষ্টু চাকর লোচ্চাঅঘোর বুদ্ধি তার ভারি।
যা বেটারে কর্‌তে বল তাতেই বলে পারি॥
ধরে আন্তে বল্লে পরে বেঁধে নিয়ে এসে।
চড় মার্‌তে বল্লে পরে গলা টেপে কসে॥

পাশাড়ের খুড়া জিজ্ঞাসা কর্‌ছে ইহাকে আহার দিব কি?

জানি। পেদোপোকার চচ্চড়ি খাবে যত দিতে পারো।
দেখি আজ্‌কে কেমন্ থাকে আই কম্ টোমরো॥

এই বলে ডাক্তর্ তখন্ করিল গমন।
ক্ষেতু সেন বন্ধুগণে করিছে বারণ॥
ভাই, প্রেমারা খেলনা কেহ্ ঔষধ খেতে হবে।
লাভের মধ্যে পচাছুঁচো শুঁকে প্রাণ যাবে॥

গীত।

প্রেমারার এই গুণ বয়ে যায় পাগল্ হয়।
হেরে টাকা হয়ে বোকা, শেষে করে হায় হায়।
যত টাকা হারে, ছুটে যায় ঘরে,
পরিবারের অলঙ্কার বাঁধা দেয় পরে,
ধিক্—ধিক্—ধিক্—ধিক্ এমন খেলারে,
লোকে বলে জুয়ারি, এত বড় বিষম দায়॥

পরদিন প্রাতঃকালে, ডাক্তর উঠিয়া বলে,
"হিঁয়া কৈ হ্যায়"?
খোদাবন্দ বলে পেয়াদা, আস্তে ব্যস্তে হয়ে কায়দা,
ত্বরিতে ত্বরায় তথা যায়॥

খান্সামারে দেখে সাহেব কহিছে তাহারে।
গোলামআলিকো কহো গাড়ি ল্যানে বাহারে॥
আর্ডর পেয়ে খান্সামা তখন দৌড়ে চলিল।
গোলামআলির ঘরে গিয়ে ডাকিতে লাগিল॥
কাঁহা হ্যায় কোচমান্ ক্যা কর্তা বোলো।
সাহেব্‌কা হুকুম হুয়া গাড়ি জল্দি নিকালো॥
বহুত্ আচ্ছা বলে কোচমান্ সহিসে পোকারে।
জল্দি কর্‌কে গাড়ী নিকালো সাব্ যাগা বাহারে॥

শুনিয়ে কোচমানের ডাক্ সইস্ আইল।
কিয়া হ্যায় কোচমান্জি জল্দি কর্কে বোলো ॥
গোঃ। খান্সামা বোল্ গিয়া গাড়ি ত্যারি কর্নে।
এত্না ঘড়ি কাঁহা থা তোম্কো কোন্ যাগা বোলানে ॥
এই কথা শুনে সহিস সাজাইল গাড়ি।

(সাহেব এসে গাড়িতে বসে বল্ছে)

চালাও যাঁহা গিয়াথা কাল ঐ বাড়ী ॥
যোহুকুম্ বলে কোচমান্, গাড়ি এল এক্ মোমেণ্ট।
দেখে অতি গোলোযোগ্ যথা ঐ প্রেমারার পেশণ্ট ॥

তখন্ ডাক্তার ' জানি ' এসে কয়, কেমন্ আছে মহাশয়,
বল দেখি শুনি বিবরণ।
কাল্ দিছি এক প্রিস্ক্রপ্সন্, আজ্ দেবো কি মেডিসিন্,
ভাবিয়া না স্থির হয় মন ॥
তখন শুনে ' জানির ' কথা, করে সবে হেঁট মাথা,
হোপলেশ্ হয়েছে বলে কয়।
' নম্বর ফোর ' (৪) ডাক্তর করে, এরোগে কি শীঘ্র মরে,
কেন তোম্রা কর এত ভয় ॥

(ডাক্তার ডি জানির লেক্চর্।)

দেখ এই প্রকার চার রোগ্ জন্মেছে ভারতে।
প্রেমারা, প্রেমমারা, মদমারা, মাছধরা বলে সকলেতে ॥

প্রেমারা।

প্রেমারা-কফেতে যদি সম্পূর্ণ ঘেরে।
কিঞ্চিৎ মান্-ভয় বাই যদি সংযোগ করে॥
ঘৃণা-পিত্তি যদি কিছু থাকয়ে অন্তরে।
পাথরে আছ্ড়ালে কভু সে রোগী না মরে॥

প্রেমারা কফেতে যদি ঘেরেছে রোগিরে।
মুদ্রা চেষ্টা নিরবধি হতেছে অন্তরে॥
মান বাই কিছু নাই শরীর প্রসঙ্গে।
অপমান পিত্তি কেবল বহিছে তার অঙ্গে॥
তবে সে জানিবে রোগির মরণ নিশ্চয়।
কহে বৈদ্য দেখি সদ্য কিরূপে কি হয়॥

প্রেম-মারা।

প্রেম-মারা বিষম ব্যাধি অন্তরের রোগ।
বাহিরে ফুটিলে হয় কিছুদিন ভোগ॥
অন্তরে ফুটিলে তারে নানা রোগে ধরে।
বিচ্ছেদ কফেতে তার সর্ব্ব অঙ্গ ঘেরে॥
কিঞ্চিৎ প্রণয় বায়ু যদি যোগ্ হয়।
তবে সে মরেনা রোগী জানহ নিশ্চয়॥
অপ্রণয় কফ্ যদি অন্তরেতে বহে।
কিঞ্চিৎ প্রণয় বায়ু নাহি থাকে দেহে॥
মনান্তর পিত্তি যদি বহে তার কায়।
তবে সে নিশ্চয় রোগী যমালয়ে যায়॥

মদমারা।

মদ্‌মারা কুচুটে পীড়া, শ্লেষ্ম এর খানায় পড়া,
পিত্তি এর ভাইকে বলা শালা।
লজ্জা বাই যদি না থাকে, তবে রোগী যায় বিপাকে,
বাঁচান তায় হয় বিষম জ্বালা॥
ধরেছে মদমারা রোগ, লজ্জাবাই হলে যোগ,
খানায় পড়া শ্লেষ্ম তাড়ায়।
রোগ শান্তি নাহি হয়, যাবৎ জীবন রয়,
পালা জ্বরের মত দেহে বয়॥

মাছধরা।

মাছ ধরা সকলের ওঁছা সাঁচা রোগ নয়।
গ্রীষ্মকালে প্রবল হয় জাড়েতে পলায়॥
বর্ষাকালে বৃদ্ধি কিছু যার্ শরীরে ধরে।
শ্লেষ্ম এর্ না সাঁতার্ জানা জলে ডুবে মরে॥
বাই ছিপ্ যদি তার দেহ করে রয়।
পিত্তি হুইল যদি তাতে শুতোভরা হয়॥
তবে সে শ্লেষ্ম তার কি করিতে পারে।
বুঝে দেখ জ্ঞানী জন সে রোগী না মরে॥

(তখন শরিক্ নামক এক জন প্রেমারাবাজ্ ডাক্তর ডি জানির লেক্‌চর শুনে বল্‌ছেন।)

শরিক্ শুনিয়ে বলে ডাক্তর লেক্‌চর।
আমার হয়েছে বড় প্রেমারা ফিবর॥

কিসেতে হইবে ভাল কি আছে উপায়।
কি ঔষধি খেলে পরে এ রোগ্ ভাল হয়॥
বলিছে ডাক্তর শুনে শরিক্ বচন।
Sit down, I will give you a Prescription.
এই বলে প্রিস্ক্রুপ্‌সন লিখিতে লাগিল।
জিজ্ঞাসা করিল এ রোগ্ কতদিনের হোলো॥
শরিক্ কহিছে তবে ডাক্তর্ নিকটে।
রোগ্ হয়েছে বহুদিনের পড়েছি সঙ্কটে॥
ইএস২ বলে জানি লিখিতে লাগিল।
খেয়ে দেখে এ ঔষধি কেমন থাক বোলো॥

প্রিস্ক্রুপ্‌সন্।

দু ড্র্যাম পুরাণ ঘৃত, তিন ড্র্যাম কাকের গু।
এ দুয়ে মিশ্রিত করে রাখিবে আগু॥
চার ড্র্যাম মল্লচূর্ণ এর সাতে দিবে।
পাঁচ ড্র্যাম বায়ুফলের গুড়ো ইহাতে মিশাবে॥
বিলাতি মোলের টাট্‌কা তৈল দুই ড্র্যাম দিবে।
পাঁচটা একত্র করে এক ঔন্স হবে॥
থ্রাইস ডেলি তুমি খাবে আমার ঔষধি।
শীঘ্র আরাম্ হবে তোমার প্রেমারাব্যাধি॥
ঔষধ খায় তায়্ ক্ষতি নাই ডাক্তর 'জানি' বলে।
দেখ যেন প্রেমারা-জ্বরে যেতে হয় না জেলে॥
এই বলে ডাক্তর তখন হইল বিদায়।
These all very bad disease fy! fy! fy!

গীত।

রাগিণী বারোয়াঁ—তাল পোস্তা।

কি গুখুরি কাজ্ করে যে লাজ্ বল্‌তে লোকে।
ঘরের্ কড়ি দিয়ে চোর্ প্রাণ ফেটে যায় হায় মরি শোকে।
ঘরে পরে গঞ্জনা, করে কত লাঞ্ছনা,
মনের আগুন্ চেপে রাখি জ্বলে রে প্রাণ থেকে২।।

প্রেমারা খেলার হোলো এ পর্য্যন্ত অন্ত।
অতঃপর লেখা যাবে মদ্‌মারার বৃত্তান্ত॥

সম্পূর্ণ।